দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 06 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষকদের স্বরূপ

জিয়ারুল ইসলাম বিজয়

কি মনে পড়ছে না। তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণির হবে। বইটি ছিল বাংলা, পরিষ্কার স্মরণে আছে। এক গল্প পড়েছিলাম, সরিন আপার গল্প। সরিন আপা ও তাঁর ত্র আনোয়ারের গল্প।

শ্রেণিকক্ষে নাসরিন আপা আনোয়ার নামের এমন এক ছাত্রকে খুঁজে বের করলেন যাকে আধুনিক ভাষায় এলিয়েন বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। ময়লা জামা পরনে, মাথার চুলগুলো উসকো-খুসকো, পড়ালেখায় অমনোযোগী ছেলে আনোয়ার। কিন্তু তাতে কী... নাসরিন আপার দায়িত্বই তো এরকম ছেলেমেয়েদের আলোর পথ দেখানো। তিনি সেই গুরুদায়িত্ব নিয়েই প্রতিদিন সকালে বাসা থেকে বের হতেন এবং শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করতেন। কাজেই, তিনি আনোয়ারের প্রতি বিরক্তি ভাব প্রকাশ না করে আপন করে নিয়েছিলেন, কাছে টেনে নিয়েছিলেন। আনোয়ার নামক চারাগাছটির আশেপাশের আগাছা নিজ হাতে পরিষ্কার করে সেখানে তিনি নিয়মিত সেচের ব্যবস্থা করেছিলেন। চারার খাদ্যরূপে হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ উৎসর্গ করেছিলেন। বিনিময়ে চারাটিও যথাযথ আহার পেয়ে পরিচর্যাকারীর প্রতি সাড়া দিতে শুরু করে। জীর্ণ-শীর্ণ চারাটিতে নতুন সবুজ কচি পাতা গজাতে শুরু করে। ধীরে ধীরে আনোয়ার নামক চারাটিকে আমরা ফলবান বৃক্ষে পরিণত হতে দেখেছি। বৃক্ষ ফল দেওয়া শুরু করলেও কচি অবস্থায় তার পরিচর্যাকারী নাসরিন আপাকে কিন্তু ভুলতে পারেনি। চাইলেই কি সবকিছু ভোলা সম্ভব?

গল্প হলেও এখানে নাসরিন আপা কিন্তু বর্তমান অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর সকল শিক্ষকের জন্য অনুকরণীয় চরিত্র। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় এখনকার শিক্ষকদের জন্য যে দায়িত্বটি পালন করা অনেক সহজ হয়ে গেছে।

এখনকার শিক্ষকরা, শিক্ষার্থীদের যে ভালো চায় না, শুধু অর্থলোভে বুঁদ হয়ে থাকে—পুরোপুরি হক কথা নয়। কেননা, এখনো অধিকাংশ শিক্ষক তাঁদের সকাল শুরু করেন নাসরিন আপাদের মতো আদর্শ নিয়ে। তাঁরা চান শিক্ষার্থী নামক চারাগাছগুলোর আশেপাশের আগাছা পরিষ্কার করে দিতে, রক্ষণাবেক্ষণ করতে, সেচের ব্যবস্থা করতে, খাদ্য হিসেবে ভালোবাসা দিতে।

কিন্তু চারাগুলো বড়ই বেয়াড়া আচরণ প্রদর্শন করে। তারা শিক্ষকদের প্রচেষ্টার প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেয় না। ফলে কিছু গাছের কচিপাতা পুষ্ট হওয়ার আগেই মারা যায়...। যেটা আমাদের জন্য দুঃখজনক...।

যা হোক, বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা বাদে নিট ফলাফল কিন্তু ইতিবাচকই হয়। তাই একবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় আছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এক একজন নাসরিন আপা হয়ে উঠবেন, রাষ্ট্র তাঁদের সেরকম সুযোগ করে দেবে। এটাই আমার মতো হাজারো যারা আনোয়ারের প্রতিনিধিত্ব করছি সেই ছাত্রসমাজের প্রাণের চাওয়া।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়